R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ফরাক্কা হয়ে কলকাতা—এলাহাবাদ নৌপরিবহণের প্রতিবেদন সরকারের বিবেচনাধীন আছে ঃ নৌপরিবহণ মন্ত্রী গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পটিও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৮ ডিসেম্বর—লোকসভায় উত্থাপিত জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় নৌপরিবহণ মন্ত্রী চাঁদ রাম জানিয়েছেন, ফরাক্কায় অন্তর্দেশীয় বন্দর স্থাপনের বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে কলকাতা ও ফরাক্কা অথবা হলদিয়া ও পাটনার মধ্যে নৌপরিবহণের জন্য ফরাক্কায় বন্দর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। গঙ্গার উপর দিয়ে ফরাক্কা হয়ে কলকাতা—এলাহাবাদ নৌপরিবহণের সমীক্ষার দায়িত্ব ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে ন্যস্ত হয়েছিল ন্যাশনাল কাউনসিল অব অ্যাপলয়েড ইকনমিক রিসারচ-এর ওপর। ১৯৭৭ সালের অকটোবর মাসে তাঁদের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং তা এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের প্রশ্নে শশাঙ্কবাবুকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধে কিছু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৮ ডিসেম্বর—ফরাক্কা ব্যারেজের ৬৩ নম্বর প্রস্তাবে বেনিয়াগ্রাম মৌজায় প্রায় ৯৭ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৬৮ সালের একটি নোটিশকে কেন্দ্র করে ফরাক্কায় জোর ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। বাঁধ কর্তৃপক্ষের নোটিশটি জনসাধারণের আপত্তির জন্য প্রথমে হাইকোরটে আটকে যায়। প্রস্তাবিত জায়গার উপর অনেকগুলি বাড়ি থাকায় এই আপত্তি ওঠে। পরে ঘরবাড়ি আছে বলে কর্তৃপক্ষ ১০ একর বাদ দিয়ে ৮৭ একর জমি অধিগ্রহণে রাজি হন। জনসাধারণও আর কোন আপত্তি জানাননি। কিন্তু ১৯৭৫ সালে কর্তৃপক্ষ যখন প্রথম পর্যায়ে ৮৭ একরের মধ্যে ১৭ একর জমি অধিগ্রহণ করতে যান, তখন দেখা যায় ১০টি বাড়ি ওই ১৭ একর জমির মধ্যে পড়ছে। স্বাভাবিক কারণেই আবার আপত্তি ওঠে। জনসাধারণ বুঝতে পারছেন না, বাঁধের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রচুর জমি উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও বাঁধ কর্তৃপক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কালীপূজো ও মহরম উৎসব উদ্‌যাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা পল্লীতে 'আশাপূর্ণা' কালীপূজো এবার সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূজো প্রাঙ্গণে ভাষণ দেন অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরের স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এবং অন্যান্যরা। বিসর্জনের দিন প্রতিমাসহ বর্ণাঢ্য মিছিল উল্লেখযোগ্য। এই দুটি উৎসবকে কেন্দ্র করে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য উভয় সম্প্রদায় যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করা হয়েছে।

বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায়ের শোকের উৎসব মহরম গত ২২ ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয়েছে। স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতালোলুপ এজিদের সৈন্যবাহিনীর হাতে এই দিনটিতে কারবালা প্রান্তরে ধর্মপ্রাণ এমাম হোসেন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিলেন। উৎসবের মধ্যে দিয়ে সেই ঘটনার স্মরণে মুসলমান সম্প্রদায় মহরমের দিন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে থাকেন।

স্কুল বোরডের শিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : আমাদের জেলার প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষিত বেকারের ভাগ্য এখন স্কুল বোরডের করুণার ওপর নির্ভর করছে। প্রায় দু'বছর আগে তাঁরা এঁদের ভাগ্যকে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। এ অভিযোগ মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোরডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী বেকারদের। অভিযোগের একটি অনুলিপি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

প্রকাশ, ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোরড কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে জেলার ৫০ হাজারেরও বেশী শিক্ষিত বেকার দু'টাকার পোষ্টাল অরডারসহ আবেদন জানান প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য। তারপর আর কোন খবর নাই। এ ব্যাপারে স্কুল বোরডও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে নারাজ। আবেদনপত্রগুলির পরিণতি কি হয়েছে, আবেদনকারীদের তা জানা নেই। বহু যুবক নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে স্কুল বোরডের কর্তাদের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে কোন সদুত্তর না পেয়ে ফিরে এসেছেন। আবেদনকারীদের লক্ষাধিক টাকা বর্তমানে স্কুল বোরডের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউনট বাড়িয়ে চলেছে, প্রার্থীদের কাছ থেকে ইনটারভিউ নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গ্রামে বহু স্কুল বহুদিন ধরে চলার পরও স্কুল বোরডের করুণার অভাবে সরকারী অনুমোদন পায়নি—এ অভিযোগও বেকারদের।

ডাক্তার গরহাজির

ধুলিয়ান, ২৭ ডিসেম্বর—অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডাঃ প্রবীরকুমার সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রাত্রে নাকি তাঁর কোয়ারটারে থাকেন না। ফলে রাত্রে যে সমস্ত 'এমারজেনসী' রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন, তাঁদের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ডাঃ সাহা ধুলিয়ানের বাসিন্দা, সেই কারণেই তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন। সকাল ৯টা নাগাদ এবং সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে চলে যান। তাঁর গরহাজিরের ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগের রোগীর চিকিৎসা করতে হয় ফারমাসিষ্টকে, ওষুধ দিতে হয় অনভিজ্ঞ জি ডি এ-দের স্থানীয় জনসাধারণ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ধরনের অসহনীয় অবস্থার অবসান দাবি করছেন।

অনাহারে মৃত্যু

ধুলিয়ান, ২৭ ডিসেম্বর—সামসেরগঞ্জ থানার শিবপুর চর এলাকায় অনাহারে ও শৈত্য প্রবাহে ৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে বলে চর এলাকার নিরন্ন ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অনাহারে সুকলাল মণ্ডল ১২ ডিসেম্বর, ললিত বিশ্বাস ১৫ ডিসেম্বর এবং নৃপেন বিশ্বাস ২১ ডিসেম্বর মারা গিয়েছেন। শৈত্য প্রবাহের ফলে অসুস্থ গোলাপীবালা বিশ্বাস জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্থানান্তরের পর মারা গিয়েছেন ২১ ডিসেম্বর।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

বিদায় সাতাত্তর

আর মাত্র কয়েক দিন বাদেই উনিশ শ সাতাত্তর বিদায় লইবে। সাতাত্তর চলিয়া যাইবে ঠিকই কিন্তু মানুষের মনে ও ইতিহাসের পাতায় উনিশ শ সাতাত্তর বিশেষ এক ছাপ রাখিয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চিত। বিগত কয়েক বৎসরের ঘোর ঘনঘটা, জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিনগুলি, স্বৈরতন্ত্রের বাস্তব উপস্থিতি, বেসরকারী কর্তৃত্বের বাড়াবাড়ি মিলাইয়া মানুষের জীবনে যে অশান্তির বন্যা নামাইয়া আনিয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তিও হইল এই সাতাত্তরের শুভ গমন পথেই। তাই সাতাত্তর শুধু বিভীষিকার স্বপ্নেই ভরিয়া থাকিবে না, মুক্তির রক্তিম দিগন্তের উন্মেষের নজির হইয়াও রহিবে। কারণ, এই সাতাত্তরেই অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক লোকসভা নির্বাচনে নিঃশব্দ বিপ্লবের মধ্য দিয়া স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাতাত্তর বিদায় লইতেছে, বিদায় লইতে হয়ও। নবীনকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতেই হয় পুরাতনকে। ইহা চিরন্তন সত্য। পুরাতনের বিদায়ে নূতনের আবাহনে সকলেই আরোও সুখের স্বপ্ন দেখে, আমরাও দেখিতেছি। কিন্তু আশংকা জাগিতেছে নূতন বৎসর সাতাত্তরের শুভ সূর্য্যোদয়কে মধ্যাহ্নের উজ্জ্বলতায় লইয়া যাইতে পারিবে তো? না, আবার কোন লোভী স্বার্থপরতার বিষবাষ্পে সংঘটিত মেঘপুঞ্জ মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে আবৃত করিয়া অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিবে? বর্ত্তমান নেতৃত্ব যদি সজাগ না থাকেন তবে দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠা আশ্চর্য্য নয়। এখন হইতে দুর্যোগের লক্ষণ কিন্তু দেখা যাইতেছে। চারিদিকে অন্তর্ঘাত জনিত দুর্ঘটনা, বাজার দরের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি সেই অন্ধকারের অশুভ সূচনা করিতেছে। সে কারণে সাতাত্তরের বিদায় সম্বর্দ্ধনা-ক্ষণে এই অশুভ লক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিতেছি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার দায়িত্বে যাঁহারা সমাসীন, তাঁহাদিগকে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

আমার স্ত্রী যোগমায়া প্রামাণিকের চিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক শঙ্কর চ্যাটারজির কাছে গেলে তিনি বুকের একস-রে করার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শমত এই হাসপাতালেই একস-রে করাই এবং তার রিপোরট দেখে ডাঃ চ্যাটারজি বলেন যে, আমার স্ত্রী টি বি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কাজেই তাঁর প্রেসক্রিপসন (টি বি ওয়াডের টিকিট নং ১৪৪০/৭৭) অনুসারে স্ত্রীকে টি বি রোগের ওষুধ খাওয়াতে শুরু করি। এভাবে ৪টি ইনজেকসন নেওয়ার পর ও ৮০টি ট্যাবলেট খাওয়ার পর আমার স্ত্রীর অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে এবং চোখ-মুখের চেহারা খারাপ হতে থাকে। আমি আবার স্ত্রীকে নিয়ে ডাঃ চ্যাটারজির কাছে যাই এবং অবস্থার অবনতির কথা বলি। ডাঃ চ্যাটারজি তখন স্বীকার করেন, আমার স্ত্রীর টি বি হয়নি। একস-রে প্লেটের গণ্ডগোলের ফলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চেপেছে। অর্থাৎ অন্য একজন টি বি রোগীর একস-রে রিপোরট আমার স্ত্রীর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের রেডিও লজিষ্ট বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁদের কর্তব্যকর্মে এ ধরনের গাফিলতি ঘটে কি করে? ভুল রিপোরটের ভিত্তিতে আমার স্ত্রীর ভুল চিকিৎসার জন্য ভা ষ্যতে যদি কোন ক্ষতি হয়, তার জন্য দায়ী করব কাকে? —শিবশঙ্কর প্রামাণিক, রঘুনাথগঞ্জ।

গোড়ায় গলদ

আর কয়েকটা দিন পরেই জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হচ্ছে। নিমন্ত্রণলিপিতে তা দেখলাম। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে নিমন্ত্রণলিপি পেয়ে আনন্দ হলো। কিন্তু ত্রুটিও চোখে পড়লো। শুনেছি দু'পারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ নিমন্ত্রণলিপিতে সেই কমিটির সম্পাদক ও সভাপতির নামোল্লেখ দেখলাম না। বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রের থেকে একে পৃথক বলে মনে হোলো না। উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতির নাম উল্লেখ করা হোলো না কেন? উৎসবের শুরুতেই এই ত্রুটিযুক্ত পত্র শতবর্ষের বর্ষীয়ান বিদ্যালয়ের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই। —জনৈক প্রাক্তন ছাত্র, রঘুনাথগঞ্জ।

বীরত্ব ঃ বাস্তবে ও সেলুলয়েডে

বীরত্বের পরিভাষা জিজ্ঞেস করলে নানা মুনি নানা মত দেবেন। বিজ্ঞজন নিজেদের ধ্যান-ধারণা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বিদ্যার ওপর নির্ভর কোরে বিজ্ঞতার উদাহরণ দিতে পিছপাও হবেন না।

মহিলাদের মতে আরশোলা মারতে পারা বড় বীরত্বের কাজ। খেঁদীর মা বলবেন তাঁর মেয়ে খালি হাতে কাঁকড়া ধরে বীরত্বের পরিচয় দেয়। বিদগ্ধজন রাণাপ্রতাপ, ক্যাসাবিয়াঙ্কা, বাঘা-যতীনের উদাহরণ দেবেন। আবার গিরিয়াবাসী উদাহরণ দেবেন জালিম সিংহের।

যাই হোক এগুলো হলো বাস্তব বীরত্ব। এ ছাড়াও বীরত্বের আর এক রকমের উদাহরণ দেখি হিন্দী সিনেমায় সেলুলয়েডের আধারে। নায়িকাকে লাল চোখ, দন্ত বিকশিত খলনায়ক টেনে নিয়ে চলেছেন। সঙ্গে সেঠী ও তার পেশীবহুল সাগরেদবৃন্দ। নায়িকা ছলছল চোখে গান ধরবেন—'আজা প্রীতম আজা'। লো—স্যুটেড-বুটেড নায়ক আসরে হাজির। টিসুম টিসুম। মার-মারকে হিরো দুশ্মন কো ভাগা দিয়া। হলে সিটি ও করতালি ধ্বনি ও জোশিলা মন্তব্য—বাঃ ক্যা দাঁওরে। শালা-দাঁওটা শিখতে হবে। সাব্বাশ হিরো।

পাড়ার উঠতি গোঁফওলা হিরোদের হিরো উপাসনা বর্ত্তমানে তুঙ্গে। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে আজকের বর্দ্ধিত অপরাধপ্রবণতার কারণ নাকি সিনেমার হিরোদের বীরত্ব।

কয়েকদিন আগে সিনেমার হিরো-দের বাস্তবিক বীরত্বের দু-রকম খবর কাগজে বেরিয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে সিনেমার একজন খ্যাতিমান হীরো ট্যাক্সি ভাড়া করে হরিদ্বার থেকে দিল্লী আসছিলেন। সঙ্গে আর একজন যাত্রী ছিলেন—একজন জজ। মীরাটের কাছে দুজন দুর্বৃত্ত ছোরা দেখিয়ে হিরো তথা জজকে লুটে নেয়। জজ তো ছাপোষা নিরীহ মানুষ। তাঁর বীরত্ব কোর্টচত্বরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু হিরো হেন মহারথীর টাকা লুট হয়ে গেল এটাই আশ্চর্য্য। টিসুম টিসুম চলেছিল কিনা প্রকাশ পায়নি। তবে চললে নিশ্চয়ই প্রকাশ পেত। ৫২ কিলোর পলকা হিরো ছ ফুট ১০০ কিলো ওজনের পালোয়ান সেঠী ও তার দলবলকে একাই ভাগাতে পারে, এটাই দেখতে তথা চিন্তা করতে সাধারণে অভ্যস্ত। অথচ কিনা দুজন গুণ্ডার কাছে হিরো কাৎ হয়ে গেল? অবিশ্বাস্য! তবে Fact is stranger than fiction নাকি উল্‌টোটাই সত্যি?

বীরত্বের অপর নমুনা দিয়েছেন সর্ব্বজন হৃদয়নন্দিত অন্যতম হিন্দী ফিল্ম তারকা। একজন মহিলা সাংবাদিক একটি সিনেমা পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। অন্ধ্রের ঝড় বিধ্বস্ত মানুষদের সহায়তার জন্য বম্বের হিরোরা চাঁদা আদায়ে বেড়িয়ে ছিলেন। তারকা হঠাৎ মহিলাটিকে দেখতে পান। পরের দৃশ্য অভূতপূর্ব। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ক্রুদ্ধ তারকা মহিলাটির প্রতি ধাবিত হন বদলা নেবার জন্য। প্রাণভয়ে মহিলাটি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রাস্তায় ছুটে চলেন—বাঁচাও, বাঁচাও। কি হোল ধারণা করতে পারেন? সেঠীর একজন সহকারী মহিলাটিকে তাড়াতাড়ি একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। সিনেমার ইতিহাসে একটি নতুন ঘটনা যুক্ত হোল। খল (নায়ক অবশ্য নয়, তবে তার সহকারী) একটি মহিলাকে রক্ষা করছেন নায়কের হাত থেকে। মহিলাটিকে হাতে না পেয়ে নায়ক রাগ

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাতাত্তরের বড়দিনে

মাধব রায়

উনিশ শো সাতাত্তরের 'বড়দিনে'
হে ঈশ্বরের পুত্র, শোনো—
ক্রুশবিদ্ধ ভালবাসার অপার করুণা
এ পৃথিবী বোঝেনি এখনো।

তাই আজ চারপাশে কষায়ের
কলরব। অসংখ্য অপমৃত্যু
ভেসে আসে কলার মান্দাসে।
ত্রিবেণীর উপকণ্ঠে, ক্ষীণকণ্ঠ
ঝরে পড়ে; পরজন্মে ভিক্ষা করে
একগুচ্ছ কোমল মহিমা।

বিদ্রোহ ও নবজাগরণের বিবর্তন

সত্যনারায়ণ ভকত

॥ জলকর বিদ্রোহ ॥

জঙ্গিপুর মহকুমায় গঙ্গা পথে ইসলামপুর জলকর ৪২ মাইল বিস্তৃত। নয়নসুখ, ফরাক্কা, খেজুরিয়া, বেনিয়াগ্রাম, ধুসুরীপাড়া, ইন্দ্রনগর, জগতাই ও রঘুনাথগঞ্জের প্রায় ১৫ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার ইসলামপুর জলকরের উপর নির্ভরশীল। এদের অধিকাংশই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার। জলকরে মাছ ধরে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু এদের ন্যায্য অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরিবর্তে পাইয়ে দেওয়া ও জীইয়ে রাখার রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে এদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অন্ত নাই। সেই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তারা ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদ্রোহ করে বসে।

ইসলামপুর জলকর বন্দোবস্তের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই বিদ্রোহ হঠাৎ আসেনি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দুঃশাসনকাল থেকেই মৎস্যজীবীরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বঞ্চিত হয়ে আসছে। ১৯৪৬ সালে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জলকরটি কাঞ্চনতলার জমিদারকে ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর মৎস্যজীবীরা ভেবেছিল স্বাধীন দেশের সরকার বৃটিশ আমলের ইজারা প্রথা রদ করে গণতান্ত্রিক উপায়ে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অবাধ এবং স্বাধীনভাবে মাছ ধরার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তা হয়নি। আর এস পি নিয়ন্ত্রিত জঙ্গিপুর মহকুমা মৎস্যজীবী সমিতি কাঞ্চনতলার জমিদারের হাত থেকে জলকরটি নিয়ে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বন্টন করার দাবি বার বার করে এসেছে। কিন্তু সে দাবিও উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মৎস্যজীবীরা একই আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি। মালদহের জেলা শাসক জলকরটি আবার কাঞ্চনতলার ভূতপূর্ব জমিদারের নামে বন্দোবস্ত দেন ৬৭ হাজার টাকায়। মৎস্যজীবীরা প্রতিবাদ জানান এবং প্রতিবাদের প্রতিলিপি মালদহের জেলা শাসক থেকে শুরু করে তৎকালীন মন্ত্রীসভার অনেক সদস্যের কাছে পাঠান। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সমীপেও দাবি-সনদ পেশ করা হয়। কিন্তু মৎস্যজীবীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জরুরী অবস্থার ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়।

মৎস্যজীবীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি আইনসঙ্গত। কারণ, মৎস্যজীবী সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে (১) সরকারের হাতে কোন জলকর এলে সরকার সেই জলকর এলাকার মৎস্যজীবীদের জানাবেন সরকার নির্ধারিত মূল্যে সমিতি জলকর নিতে ইচ্ছুক কি না; (২) মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি না থাকলে সরকার এলাকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে জলকর বণ্টন করবেন; (৩) যদি এলাকায় সমবায় সমিতি অথবা মৎস্যজীবী না থাকে তবেই অমৎস্যজীবীকে জলকর বণ্টনের আইনগত অধিকার সরকারের থাকবে।

এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে আইনসঙ্গতভাবে মৎস্যজীবীদের দাবি মেনে নিতে কোন অসুবিধা থাকা উচিত নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমবায় সমিতি এবং হাজার হাজার মৎস্যজীবী থাকা সত্ত্বেও মালদহের জেলা শাসক কিভাবে ৭ (১২) ৭৫-৭৬ নম্বর মেমোতে ৫৫৭/১ তৌজির জলকরটি অমৎস্যজীবীকে ইজারা দিলেন কেউ তা বুঝতে পারলেন না। মৎস্যজীবীদের দাবি আরো জোরদার হতে লাগলো। প্রাক্তন জমিদার মালদহের জেলা শাসকের কাছ থেকে জলকরটি ইজারা নিয়ে উপ-ইজারা দিলেন হাজী বুদ্ধ মহালদার নামে ধুলিয়ানের এক বাসিন্দাকে। শর্ত ছিল তিনি মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে ৫০ শতাংশ মাছ আদায় করবেন। শর্ত অনুযায়ী তিনি ওই পরিমাণ মাছ আদায় করতে লাগলেন জেলেদের কাছ থেকে। জেলেরা ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। উপ-ইজারাদারকে ৫০ শতাংশ মাছ দেওয়া বন্ধ করে দিল। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং উত্তেজক ঘটনা ঘটতে লাগলো। বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রশাসন বৈঠক ডাকলেন। ১৯৭৭ সালের ৭ জুলাই সামসেরগঞ্জ ব্লকে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে ৬৫ : ৩৫ শতাংশ হারে একটা রফা হল। এই ব্যবস্থায় মৎস্যজীবীদের সাময়িক জয় হলেও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি কিন্তু উপেক্ষিতই থেকে গেল। জলকর আইনসঙ্গতভাবে মৎস্যজীবী অথবা সমবায় সমিতির মধ্যে বণ্টনের পরিবর্তে ১৯৭৭ সালের ৬ নভেম্বর বাৎসরিক ৬০ হাজার টাকা হারে তিন বৎসর মেয়াদে ইজারা দেওয়া হল দু'জন উপ-ইজারাদারকে। এখন এই কারণে যদি আবার কোন বিরোধ দেখা দেয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন উপ-ইজারাদার। সরকারের এই দিকটিও ভেবে দেখা উচিত। কারণ, মালদহের জেলা শাসক আইন উপেক্ষা করে জলকর বন্দোবস্ত দিবেন উপ-ইজারাদারকে আর উপ-ইজারাদার পুড়বেন বিদ্রোহের আগুনে—এ অবস্থা চলতে পারে না। চললে উপ-ইজারাদারের যে ক্ষতি হবে, তা পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে।

মৎস্যজীবী সংক্রান্ত আইনে জলকর বন্দোবস্তের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও সেই আইনকে উপেক্ষা করে মৎস্যজীবীদের দাবি নস্যাৎ করার ঘটনাকে পাইয়ে দেওয়া ও জীইয়ে রাখার রাজনীতি বলে মনে করা হচ্ছে। এই অবস্থাও বেশীদিন চলতে পারে না। ইতিমধ্যে মৎস্যজীবীরা বিদ্রোহ করেছে, এবার হয়তো বিপ্লব করবে। তখন সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠবে। সেই সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় শ্রেণী সংগ্রামের মর্যাদা লাভ করবে, জলকর বিদ্রোহ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—যেমন আছে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি।

বাস্তবে ও সেলুলয়েডে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মেটান অপর আর একজন প্রবীণ সাংবাদিকের মাথা ভেঙ্গে। পুলিশ-জামানত যা হলো তা অনাবশ্যক।

আমাদের শুধু চিন্তা আমাদের ঘরের হীরোরা কোন ধরনের বীরত্ব অনুসরণ করবেন। সাবেকী বীরত্ব না সেলুলয়েডী না শেষটার মত।

—পথচারী

বিভিন্ন প্রকার খাদ বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—

গান্ধী স্মারক নিধি

(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

রামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন

কলকাতার রামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন ২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণের লীলাগান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোক্তা ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর।

পদবি পরিবর্তন

আমি শ্রীজ্যোতির্ময়নারায়ণ লস্কর পিতা শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ লস্কর, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ২৭-১২-৭৭ তারিখে জঙ্গিপুর আদালতে আফিডেবিট করিয়া জ্যোতির্ময়নারায়ণ মৈত্র নামে পরিচিত হইলাম। স্বাঃ জ্যোতির্ময়নারায়ণ মৈত্র

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন আর্টস গ্র্যাজুয়েট সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন। ট্রেণ্ড প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে সম্পাদক, কাশিমনগর জুনিয়র হাই স্কুল, পোঃ কাশিমনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সুবর্ণ সুযোগ

কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যত্নের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

শহরে সন্ধ্যারাত্রে বাড়ি চড়াও হয়ে ছিনতাই

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর—জঙ্গিপুর পুরসভার গোফুরপুর বরজে গতকাল সন্ধ্যা সোয়া ছটা নাগাদ ৪ জন দুর্বৃত্ত মহবুল হকের বাড়িতে হানা দিয়ে বাক্স ভেঙে গহনায় ও কাপড়-চোপড়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার সময় বাড়তে কোন পুরুষ ছিলেন না, ছিলেন শুধু মহবুল হকের মেয়ে রেহেনা বেগম। তিনি থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আজ জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে ছিনতাইকারীদের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম লালু সেথ ওরফে লালমহম্মদ সেখ। সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, গতকালের ছিনতাই ছাড়াও বরজের ডাকাতির ঘটনায় সে জড়িত। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ১৯৭২-৭৬ সালে এই কাজে রাজ্য সরকার প্রায় ৫'৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এ ছাড়াও রাজ্য সরকার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত গঙ্গার দক্ষিণ পার সম্পূর্ণভাবে বেঁধে দেওয়ার জন্য ৬৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প তৈরী করেছেন। প্রকল্পটি বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহসহ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সাময়িকভাবে গঙ্গা ভাঙনের হাত থেকে জঙ্গিপুর বাঁধকে বাঁচানোর জন্য ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ ৯ লাখ টাকা খরচ করে দুটি স্পার তৈরী করেছেন।

ঠাণ্ডা লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আরো জমি অধিগ্রহণ কেন করতে চাইছেন। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণের ঘরবাড়ি বাদ দিয়ে ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ যত খুশি জমি অধিগ্রহণ করুন, তাঁদের কোন আপত্তি নাই।

নয়াদিল্লী থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়েছে, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজ চলার সময় জেশপ কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন, এখন সেই জমি খালি পড়ে রয়েছে। লোকসভার অধিবেশনে এই প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী পি রামচন্দ্রন জানিয়েছেন, যদি সত্যিই এরকম জমি থেকে থাকে তবে সরকার অবশ্যই তার সদ্ব্যবহার করবেন—এ বিষয়ে কোন অসুবিধা হবে না।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বাজিতপুর (সুতি থানা) বলরাম-সর্ব্বেশ্বর মদনমোহন (প্রাবলিক) দেব এষ্টেটের সেবাইত শিবকিঙ্কর শর্মা মহান্ত মহোদয়ের তিরোধানে তাঁহার স্থানে নূতন মহান্তজীর অভিষেক ক্রিয়া এবং উক্ত দেবমন্দিরের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইবে আগামী ২৯শে পৌষ শনিবার, সন ১৩০৪ সাল বেলা ১২টা ৫ মিনিটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ভক্তবৃন্দকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। নিবেদক ইতি—বাজিতপুর গ্রামবাসিবৃন্দের পক্ষে—সর্বশ্রী অশ্বিনীকুমার দাস, কালিপদ সরকার, শ্রীপতিমোহন দাস, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, বৈদ্যনাথ সাধু, অমলকুমার সরকার।

আমরা আপনাকে সেরা জিনিসটি দিতে চাই! তা হলো গোদরেজ আলমারী। না-না আপনি রেফ্রিজেরেটর, প্রেসার কুকার, চেয়ার, টেবিলের কথা ভাবছেন? তাও পাবেন। গোদরেজের সমস্ত প্রকার ষ্টীল ফার্ণিচার আমরা সব সময় মজুত রাখি। আপনি চাইলেই নাম-মাত্র খরচায় যে কোন জায়গায় পেঁাছে দেবো।

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ—

ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ

পোঃ বোলপুর ॥ জেলা বীরভূম

ফোন নং—বোল ২৪১

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে। কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে? আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই। জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।